দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বাজেট আলোচনায় সরকারী দলের সদস্য

এবারের বাজেট শিক্ষা সম্প্রসারণ ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে

সংসদ রিপোর্টার ॥ জাতীয় সংসদে বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনায় সরকারী দলের সদস্যরা ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের বাজেটকে গণমুখী বাজেট হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই বাজেট বিলাসী বাজেট নয়। এটি শিক্ষা প্রসার এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সহায়তা করবে। অপরদিকে, বিরোধী দলের পক্ষে জাতীয় পার্টির সদস্যরা প্রস্তাবিত বাজেটকে দুর্বল অর্থনীতির স্পষ্ট দলিল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেছেন, এটি একটি গতানুগতিক এবং ঋণনির্ভর বাজেট। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের বাজেটের ওপর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মোট পাঁচজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন— সরকারী দলের এবিএম আবুল কাসেম, মকবুল হোসেন, রমেশ চন্দ্র সেন, মনুজান সুফিয়ান এবং জাতীয় পার্টির ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজী।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনায়ও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সরকারী দলের সদস্যদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এদিনে আলোচনার সূত্রপাত করে আওয়ামী লীগের এবিএম আবুল কাসেম বলেন, বিএনপির লংমার্চের কোটি কোটি টাকার উৎস জাতি জানতে চায়। বিএনপি নেত্রী গদি হারানোয় এখন রাবণের চিতায় জ্বলছে।

বেগম মনুজান সুফিয়ান বলেন, দেশের মানুষ লংমার্চ এবং হরতালকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশবাসী এখন শান্তি চায়। তিনি বলেন, বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। এই বাজেট বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

জাতীয় পার্টির ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজী প্রস্তাবিত বাজেটকে দুর্বল অর্থনীতির দলিল হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই বাজেট গতানুগতিক এবং ঋণনির্ভর। এটি সাধারণ মানুষের বাজেট নয়। বাজেটে সাধারণ মানুষের প্রধান শত্রু মুদ্রাস্ফীতি রোধের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এতে পেশাজীবীদের স্বার্থও প্রতিফলিত হয়নি। তৈরি পোশাক ছাড়া শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক নয়।

তিনি বলেন, দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুষ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। সংসদের কাজের জন্যও ইঞ্জিনিয়ারকে ৭০ শতাংশ ঘুষ দিতে হয়। ইঞ্জিনিয়ারকে টাকা না দিলে বিলে স্বাক্ষর করে না। তিনি সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিরও সমালোচনা করেন।

সংসদের বৈঠক শনিবার অপরাহ্ন দু'টায় পুনরায় শুরু হবে।